অধ্যায় ১০ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

আলোচ্য বিষয়াবলি

• যৌতুকের ধারণা, কারণ ও প্রভাব • যৌতুক নিরোধ আইন • যৌতুক প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন • বাল্যবিবাহের ধারণা ও কারণ • বাল্যবিবাহের প্রভাব, প্রতিরোধ ও আইন।

এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

বাংলাদেশের সমাজজীবনে নানারকম সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে দারিদ্র্য, জনসংখ্যা স্ফীতি, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, যৌতুকপ্রথা ও বাল্যবিবাহ। এসব সামাজিক সমস্যা ব্যক্তি ও সমাজের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এই ধরনের সামাজিক সমস্যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রয়োজন। এজন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে।

অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- যৌতুকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌতুকের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- যৌতুক নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যৌতুক প্রতিরোধ ও সমাধানে সামাজিক আন্দোলনের পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারব;
- বাল্যবিবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাল্যবিবাহের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারব।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. যৌতুক নিরোধ আইন সংশোধন করা হয়েছে কত সালে?
ক ১৯৮০ খ ১৯৮৩
● ১৯৮৬ ঘ ১৯৮৮

২. যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হচ্ছে—
i. সকলকে সুশিক্ষিত করা
ii. মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা
iii. মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব মিজান তার মেয়ে মরিয়মের বিয়ের সময় জামাইকে একটি হোন্ডা দেন। বিয়ের কিছুদিন পর মরিয়মের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে টাকা আনতে বাবার বাড়ি পাঠায়। মরিয়ম টাকা আনতে ব্যর্থ হয়। ফলে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নেমে আসে।

৩. মরিয়ম কোন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে?
ক নিরক্ষরতা ● যৌতুক
গ কুসংস্কার ঘ জনসংখ্যা স্ফীতি

৪. উক্ত সমস্যার কারণ হচ্ছে—
i. দারিদ্র্য
ii. নারীর নির্ভরশীলতা
iii. আইনের দুর্বল প্রয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ জাহিদ রক্ষণশীল পরিবারের একমাত্র সন্তান। নাসিমার সাথে জাহিদের বিয়েতে জাহিদের মা-বাবা কিছু মূল্যবান উপহারসামগ্রী ও ব্যবসায় করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা নিতে চাইলে জাহিদ সেগুলো নিতে রাজি হয়নি। জাহিদ তাদেরকে বুঝিয়ে বলল যে, এগুলো গ্রহণ করা কিংবা এ প্রথাকে সমর্থন করা তার পক্ষে অসম্ভব। জাহিদের বাবা-মা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন।

ক. এখেঙ্গে বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে কী নিয়ে যেত? ১
খ. কন্যাসন্তানকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জাহিদের বাবা-মায়ের প্রস্তাবটি আমাদের দেশের কোন প্রথাটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রথার রোধকল্পে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক এথেন্সে বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে অর্থসম্পদ নিয়ে যেত।

খ শিক্ষার মাধ্যমেই নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠবে। নারী আত্মনির্ভরশীল হলে যৌতুকের অভিশাপ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, শিক্ষার মাধ্যমে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ফলে নারী অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক এমনকি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর এসব কারণেই কন্যা সন্তানকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে জাহিদের বাবা-মায়ের প্রস্তাবটি আমাদের দেশের 'যৌতুক প্রথা'টিকে ইঙ্গিত করে। আমাদের দেশের নানা সামাজিক সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যৌতুক প্রথা। সাধারণত বিয়ের সময় বর বা কনে বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ বা সম্পত্তি দাবি করে ও গ্রহণ করে তাকে বলা হয় যৌতুক। এটি একটি সামাজিক কুপ্রথা। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পিতামাতা তাদের কন্যার বিয়েতে যৌতুক দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে ধনী পিতামাতার ধারণা যৌতুকের কারণে তাদের কন্যা স্বামীর ঘরে মাথা উঁচু করে থাকবে। উদ্দীপকে জাহিদের রক্ষণশীল পরিবার নাসিমার পরিবারের নিকট থেকে অর্থসম্পদ চেয়েছিল, যা অবশ্যই যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথা অর্থাৎ 'যৌতুক প্রথা' একটি ঘৃণিত সামাজিক ব্যাধি। এ প্রথা রোধকল্পে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন– ১. যৌতুক প্রথা রোধ করতে হলে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে যাতে জনগণ এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারে। ২. মহিলাদের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এ সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। ৩. যৌতুকের দাবিদার যারা তাদের বিয়েতে যোগদান হতে বিরত থাকতে হবে এবং সামাজিকভাবে তাদের একঘরে করতে হবে। ৪. মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ৫. বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যৌতুক-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে হবে। সর্বোপরি এ বেদনাদায়ক সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাপকভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সৃজনশীল অংশ — কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ ১ : যৌতুকের ধারণা, কারণ ও প্রভাব (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৬)

শিখনফল ১.১ : যৌতুকের ধারণা, কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রশ্ন ২ নাটোরের ছেলে শুভ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে গিয়ে কঠিন দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। আর্থিক সমস্যা মোচনের জন্য রাখি বেগমকে বিয়ে করে এক লক্ষ টাকা যৌতুকের বিনিময়ে। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পরেই শুভর পরিবার আরও তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। টাকা না পেয়ে তারা রাখির ওপর শুরু করে অকথ্য নির্যাতন। দীর্ঘ পাঁচ বছর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে অকালে ঝরে পড়ে রাখি। মেয়ের শোকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার মা মারা যান অল্প কিছুদিন পরেই।

ক. আমাদের সমাজে অন্যতম সামাজিক সমস্যা কী? ১
খ. যৌতুকের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রাখি বেগমের ওপর নির্যাতন চালানোর কারণ কী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রাখির এ পরিণতির জন্য সমাজই দায়ী।" উক্তিটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের সমাজে অন্যতম সামাজিক সমস্যা যৌতুক প্রথা।

খ বাংলাদেশে প্রচলিত যৌতুকের ধারণা হলো 'বিয়ের সময় বরকে প্রদত্ত অর্থ ও সম্পত্তি'। বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইনে যৌতুকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বিয়ের সময় কোনো এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে বা বিয়ের সময় কোনো এক পক্ষের পিতামাতা বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক যেকোনো পক্ষকে বিয়ের আসরে অথবা বিয়ের পূর্বে বা পরে বিয়ের পণরূপে সরাসরি বা অন্য কোনোভাবে প্রদত্ত বা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেকোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতই যৌতুক।

গ উদ্দীপকে রাখি বেগমের ওপর নির্যাতন চালানোর কারণ হলো যৌতুকের দাবি পূরণ না হওয়া। বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশে একসময় হিন্দুসমাজে যৌতুক প্রথার অধিক প্রচলন ছিল। এখন এদেশের সকল ধর্মের মধ্যেই এ প্রথার প্রচলন লক্ষ করা যায়। নাটোরের শুভর সাথে বিয়ে হয় রাখির। বিয়ের সময় শুভ এক লক্ষ টাকা যৌতুক নেয়। পরে আরও তিন লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে এবং শুভর পরিবারের সদস্যরা সর্বদাই রাখির ওপর মানসিক পীড়নসহ আচার-আচরণে রুক্ষতা প্রকাশ করে। অবশেষে অকালে ঝরে পড়ে রাখি। আমাদের সমাজে অনেক মেয়েরাই এভাবে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে যৌতুকের কারণে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন।

ঘ নারী নির্যাতনের এক অমানবিক প্রথা হলো যৌতুক প্রথা। যার করুন পরিণতি রাখির মতো মেয়েদের অকালে ঝরে যাওয়া। আমাদের দেশে একমাত্র কন্যার বিয়েতে পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন খুশি মনে প্রচুর অর্থ বা উপঢৌকন বরকে দিয়ে থাকেন। সমাজে ধনীশ্রেণি বা যারা দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি সম্পদশালীতে পরিণত হয়েছে তাদের মধ্যে যৌতুক প্রদানের প্রতিযোগিতা ও অর্থহীন অহমিকাবোধ রয়েছে; যা এদেশের যৌতুক প্রথাকে তীব্র করে তুলেছে। কনের পিতামাতার ধারণা, কনেকে যত উপঢৌকন দিতে পারবে ততোই কন্যা স্বামীগৃহে মাথা উঁচু করে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে। এ কারণে প্রথাটি সমাজের মানুষের মনের গভীর মূলে আবদ্ধ হয়ে আছে। তেমনি রাখির পিতামাতাও সন্তানের সুখের জন্য জামাতার দাবি পূরণ করে। কিন্তু স্বামীর সব দাবি যথাযথভাবে পূরণ করতে না পারায় রাখি অনেক নির্যাতনের শিকার হতো। আমাদের সমাজে যৌতুক বিরোধী আইন থাকলেও নেই কোনো বাস্তব প্রয়োগ। তাই রাখির মতো অনেক নারী আজ নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। সামাজিকভাবে নেই কোনো প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা আন্দোলন। থাকলেও নেই কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, রাখির এ পরিণতির জন্য সমাজই দায়ী।

শিখনফল ১.২ : যৌতুকের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রশ্ন ৩ স্কুল শিক্ষক ফরিদ সাহেবের মেয়ে মিনার বিয়ে হয় বিরাট ব্যবসায়ী রফিকের সাথে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই মিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। দাবিকৃত ১ লাখ টাকা দিতে না পারায় মিনার জীবনে নেমে আসে বর্বর নির্যাতন। তার সুখী সংসারের স্বপ্নের মৃত্যু হয় স্বামীর নিষ্ঠুরতায়। অত্যাচার সইতে না পেরে তিন মাস পর গলায় দড়ি দেয় মিনা।

ক. কোন সামাজিক সমস্যা প্রাচীন প্রথা হিসেবে পরিচিত? ১
খ. যৌতুক প্রথা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. স্বামীর লোভ কীভাবে মিনার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটিয়েছিল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিনার পরিণতি যেন অন্য কোনো নারীর ক্ষেত্রে না ঘটে সেজন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে–যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌতুক নামক সামাজিক সমস্যা প্রাচীন প্রথা হিসেবে পরিচিত।

খ বিয়ের সময় বর বা কনে পক্ষ বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ বা সম্পত্তি দাবি করে ও গ্রহণ করে তা যৌতুক হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রায় সবক্ষেত্রেই বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক দাবি করে। বাংলাদেশে বিয়ের সময় কনেপক্ষ বরপক্ষকে অর্থ, সম্পত্তি ও নানা ধরনের মূল্যবান আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম দিয়ে থাকে যৌতুক হিসেবে।

গ স্বামীর লোভ ও যৌতুকের লালসা তিলে তিলে মিনার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। বাংলাদেশের যৌতুক সমস্যার অন্যতম ভয়াবহতা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি। যৌতুক লেনদেনকে কেন্দ্র করে প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় মনোমালিন্য। মনোমালিন্য চলাকালে শুরু হয় বাদানুবাদ ও ঝগড়াঝাঁটি। এরপর শুরু হয় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে কথায়, আচরণে এবং দৈহিকভাবে নির্যাতন। এর পরিণাম প্রায় ক্ষেত্রেই ভয়াবহ রূপ নেয়। মিনার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। স্বামী রফিক মিনার ওপর এক লক্ষ টাকা দিতে চাপ সৃষ্টি করে। মিনার বাবা স্কুল শিক্ষক ফরিদ সাহেবের পক্ষে এক লক্ষ টাকা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ায় যৌতুক লোভী রফিক মিনার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। স্বামীর ঘরে গিয়ে সুন্দর সংসার সাজাবে বলে যে স্বপ্ন মিনা দেখেছিল তা অচিরেই ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। যৌতুক প্রদানে অসমর্থ বাবার প্রতি স্বামীর চাপ সৃষ্টি ও নিজের ওপর স্বামীর চালিয়ে যাওয়া নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মিনা আত্মহত্যাকেই বেছে নিতে বাধ্য হয়। এভাবে স্বামীর লোভ মিনার মতো একটি অসহায় গৃহবধূর স্বপ্নের মৃত্যু ঘটায়।

ঘ উদ্দীপকের মিনার করুণ পরিণতি ঘটেছিল যৌতুক প্রথার কারণে। বাংলাদেশ থেকে যৌতুক প্রথার ন্যায় অমানবিক, অভিশপ্ত প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন–

১. **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি :** এ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে হবে যাতে জনগণ এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

২. **নারীর অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান :** সংবিধানে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন, যৌতুক বিরোধী আইন, নারী নির্যাতন বিরোধী আইন প্রণয়ন ও সেগুলো বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. **সামাজিকভাবে বর্জন :** যৌতুকের দাবিদার যারা তাদেরকে সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে।

৪. **নারীর কর্মসংস্থান :** মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

৫. **যৌতুকবিরোধী আন্দোলন :** বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যৌতুকবিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

৬. **নারীশিক্ষা বৃদ্ধি :** নারীশিক্ষার বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যেন তারা নিজের অধিকার আদায়ে এবং যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সচেতন ও সোচ্চার হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি; যা আরও নানাবিধ সমস্যার উৎস। তাই আজ আমাদের যুব সমাজের স্লোগান হোক– "যৌতুককে বর্জন কর।"

পাঠ ২ : যৌতুক নিরোধ আইন (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮)

শিখনফল ২.১ : যৌতুক নিরোধ আইনের ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ ঘটনা ১ : দুই বছর হলো তারেকের সাথে লাবণীর বিয়ে হয়। বিয়ের শর্ত অনুযায়ী লাবণীর পিতা বিশ হাজার টাকা তারেককে দেয়। কিছুদিন পর বিদেশ যাওয়ার জন্য তারেক ১ লক্ষ টাকা দাবি করে। দাবি পূরণ না হওয়ায় লাবণীর ওপর স্বামীর নির্যাতন চলতে থাকে। নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে লাবণী বাপের বাড়িতে চলে যায়।

ঘটনা ২ : জয়পুর ইউনিয়নে বসবাস করে লতিফ। যৌতুকের কারণে ইউনিয়নে নারী নির্যাতন, আত্মহত্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয় লতিফকে ভাবিয়ে তোলে। লতিফ ও তার কতিপয় বন্ধু মিলে 'জাগ্রত নারী' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে এলাকায় যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ক. বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন হয় কত সালে? ১

খ. যৌতুকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশ আইন অনুযায়ী ঘটনা–১ -এর তারেকের কী শাস্তি হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা–২-এর লতিফের সামাজিক আন্দোলন যৌতুক প্রতিরোধে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৮০ সালে।

খ সামাজিক আন্দোলন হচ্ছে সংগঠিত সামাজিক প্রতিরোধ। অশিক্ষা, নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ ও বিবাহ বিচ্ছেদ– এসব ঘটনা আমাদের চারপাশে প্রতিদিন ঘটে চলেছে। এসব ঘটনার অধিকাংশের পিছনে রয়েছে যৌতুকের দাবি। আমাদের প্রতিবেশী এবং পাড়া-মহল্লা-গ্রামের মানুষকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ কুপ্রথা প্রতিরোধ করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে হবে। সমাজের সব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে যৌতুকবিরোধী মনোভাব। অর্থাৎ যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাকেই যৌতুক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন বলে।

গ বাংলাদেশে যৌতুকের বিরুদ্ধে এবং নারী নির্যাতনের বিরোধী কতিপয় আইন রয়েছে। ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন অনুযায়ী তারেকের ১ বছর কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে। একসঙ্গে উভয় দণ্ডও দিতে পারেন বিচারক। যৌতুক আদান-প্রদানে সহায়তাকারীও একই শাস্তি পাবে। অর্থাৎ তার পরিবারের সদস্যবর্গ ১৯৮৬ সালে যৌতুক নিরোধ সংশোধিত আইন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ১৯৮৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধান অনুযায়ী তারেককে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ অনুযায়ী তারেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একই সঙ্গে তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশি আইন অনুযায়ী তারেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

ঘ আমার মতে, ঘটনা–২ –এ লতিফ যে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছে, তা যৌতুক প্রতিরোধে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধিকে নির্মূল করতে হলে প্রয়োজন লতিফের মতো ব্যক্তিদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এ আন্দোলনের মাধ্যমে দূর হবে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য। নির্মূল